প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-১৫, শ্রেণীসংখ্যা- ০৭০.৪০৮

প্রথম আলো, ১৫-১১-২০১২ পৃ: ১৫

ব্যাংকের ঋণ কোথায় যাচ্ছে খতিয়ে দেখার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাংকের ঋণ কোথায় যাচ্ছে—এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের দুই সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও সালেহউদ্দিন আহমেদ। তাঁরা বলেছেন, বেসরকারি খাতে ১৮-১৯ শতাংশ ঋণের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ঠিক, কিন্তু এসব ঋণ প্রকৃত খাতে যাচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। নাকি সব চলে যাচ্ছে দৈনন্দিন বাণিজ্যে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনেক ঋণ নাকি অন্যত্র চলে গেছে, এমন খবর রয়েছে সাবেক একজন গভর্নরের কাছে।

দুই সাবেক গভর্নর এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ারও তাগিদ দেন। ফরাসউদ্দিন বলেন, তিনি চান পরিচালনার ক্ষেত্রে (অপারেশনাল) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন। আর সালেহউদ্দিন স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার পাশাপাশি এখনই আইনত যে স্বায়ত্তশাসন বাংলাদেশ ব্যাংকের রয়েছে, তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও অর্জনের পরামর্শ দেন।

জাতীয় প্রেসক্লাবে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'ব্যাংক খাত ও সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারে গতকাল বুধবার সাবেক দুই গভর্নর এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী ব্যাংক খাতের সাম্প্রতিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ এবং প্রধান অর্থনীতিবিদ হাসান জামান আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ইআরএফের সভাপতি খাজা মাঈনুদ্দীনের সঞ্চালনায় আলোচনায় আরও অংশ নেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি এ কে আজাদ এবং ব্র্যাক ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মামদুদুর রশীদ।

হাসান জামান তাঁর প্রবন্ধে ২০০০ সাল থেকে ১২ বছরে দেশের মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্ধেকে নেমে আসা, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার বৈশ্বিক গড় হারের তুলনায় বেশি থাকা এবং চার মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের সমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকার কথা তুলে ধরেন।

ইআরএফের সেমিনারে (বাঁ থেকে) আব্দুর রহিম হারমাছি, মামদুদুর রশীদ, মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সালেহউদ্দিন আহমেদ, এ কে আজাদ, এস কে সুর চৌধুরী

পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জের কথা তুলে আনেন তিনি। এগুলো হচ্ছে: বেসরকারি খাতে ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, সুদের হার কমিয়ে আনা, মূল্যস্ফীতির হার সহনশীল রাখা, মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিরতা দূর করে কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের রিজার্ভ থাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো ও দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা।

ফরাসউদ্দিন বলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শুধু স্বায়ত্তশাসনের কথা বলি না। বলি যে, কার্যক্ষেত্রে এই সংস্থার স্বায়ত্তশাসন দরকার।'

ব্যাংক খাতে আমানতের সুদের হার বেঁধে দিয়ে ঋণের সুদের হার তুলে দেওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মনে করেন ফরাসউদ্দিন। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে তা করার আইনগত অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

অর্থ পাচারকে 'মরণব্যাধি' উল্লেখ করে ফরাসউদ্দিন বলেন, শুধু সরকার নয়, এফবিসিসিআই এবং বিশেষত গণমাধ্যমে অর্থ পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাম্প্রতিক হল-মার্ক কেলেঙ্কারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ তথ্যভান্ডারে (সিআইবি) ধরা না পড়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন এই সাবেক গভর্নর। 'আমি তো জানি সবকিছুই সিআইবিতে যায়। ওখানে তা ধরা পড়া উচিত ছিল না?' প্রশ্ন রাখেন তিনি।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সরকার সুযোগ দিলেও সফটওয়্যার রপ্তানির কানাকড়িও দেশে আসে না বলে ফরাসউদ্দিন আক্ষেপ করেন।

ব্যাংক খাতে বিধিবিধান তৈরির বিষয়ে এস কে সুর চৌধুরীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, কোনো বিধিবিধানই কার্যকর হবে না, যদি না কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন থাকে। তিনি মনে করেন, সরকার নিজে থেকে স্বায়ত্তশাসন দেবে না, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তা অর্জন করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতার সমালোচনা করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আর্থিক খাতে পচন ধরলে তা উৎপাদনশীল খাতে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বলব না যে, হল-মার্ক কেলেঙ্কারির প্রভাব সবখানেই ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ওই কেলেঙ্কারির পর সোনালী ব্যাংক মনে করেছিল, তারা এত বড় ও ক্ষমতাশালী যে তেমন কিছুই হবে না। সত্যিই ক্ষমতাশালী তারা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক তো!'

উৎপাদনশীল খাতে ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ ব্যাংকঋণ প্রকৃত খাতে যাচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ব্যাংকের ১৮টি শাখার তথ্য নিতে গিয়ে তিনি জেনেছেন, শিল্পের জন্য ঋণ নিয়ে তা বাণিজ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনিয়ন্ত্রিত খাতে নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে এই সাবেক গভর্নর বলেন, 'ডেসটিনি, যুবক, আইটিসিএল ইত্যাদি হওয়ার আর সুযোগ দেওয়া যাবে না। আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।' তিনি পরামর্শ দেন আর্থিক খাতের যেসব প্রতিষ্ঠান বা যেসব উদ্যোগ গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে আছে, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে একটা পৃথক নিয়ন্ত্রক সংস্থা করতে হবে। তার জন্য আইনও প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি এ কে আজাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের দুই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলেন, 'মনে হচ্ছে, দেশে কোনো সমস্যাই নেই। সবই ভালো।' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি সত্ত্বেও হল-মার্ক কীভাবে এত টাকা নিয়ে গেল, প্রশ্ন রাখেন এ কে আজাদ।

শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থান হবে আর কর্মসংস্থান হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়বে—এ কথা উল্লেখ করে তিনি বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে থাকার পক্ষে মত দেন। মূল্যস্ফীতি বাড়ার যে যুক্তি দেখিয়ে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়ানো হয় না, সে বিষয়ে এ কে আজাদ বলেন, ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সরকার ঋণ কম নিলেই সেই ঝামেলা থাকে না।

প্রশ্নোত্তর পর্বে সিআইবিতে হল-মার্কের কোনো বিষয়ই যায়নি বলে উল্লেখ করেন এস কে সুর চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এটি অদ্ভুত ধরনের জালিয়াতি।' জালিয়াতকারীরা শেরাটন শাখার মতো ছোট্ট এই শাখাকে বেছে নিয়েছিল। যে পর্যায়ের শাখাতে বাংলাদেশ ব্যাংক চার বছর পর একবার পরিদর্শন করে। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই শাখাতে পরিদর্শন করে। সেই হিসাবে এটা ২০১৪ সালে আবারও পরিদর্শন করার কথা। কিন্তু কিছু অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক শেরাটন শাখায় বিশেষ পরিদর্শন করে আবিষ্কার করে হল-মার্ক কেলেঙ্কারি।

নতুন ব্যাংকের লাইসেন্সের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সুর চৌধুরী বলেন, অমূলক আশঙ্কার দরকার নেই। করখেলাপি নয় এবং উদ্যোক্তারা সাদা টাকার অধিকারী, তা নিশ্চিত না হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স দেয়নি, দেবেও না। তিনি বলেন, আমানতের সুদ বাংলাদেশ ব্যাংক বেঁধে দেয়নি। এটা অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক (বিএবি) নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিএবি বলেছিল যে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় পড়ে আমানতের পরিমাণ বাড়ছিল তখন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তে থাকে ঋণের সুদ, যে কারণে বিএবি এটা করে।

ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়লে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন হাসান জামান। তিনি বলেন, ঋণের প্রবৃদ্ধি এমনকি ১৮-১৯ শতাংশও গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেখতে হবে যে ঋণগুলো যাচ্ছে কোথায়।

হাসান জামান পরে এ প্রতিবেদককে আরও ব্যাখ্যা করেন। বলেন, মুদ্রানীতিতে তাঁরা যে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেন, তা একটি আন্তর্জাতিকভাবে মানদণ্ড থেকেই করা হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের জিডিপির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা, মূল্যস্ফীতি ও অর্থের সঞ্চরণশীলতা (ভ্যালুসিটি অব মানি) একত্রে ঠিক করা হয়। যদি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এই তিনের যোগফলের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে সম্প্রসারণ মুদ্রানীতি, কম হলে সংকোচনমূলক বলা হয়। ২৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা করা হলে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কে চলে যাবে, বলেন হাসান জামান।

East West University LIBRARY 43, Mohakhali C/A